দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 MAR 1996
পৃষ্ঠা 8

43

শিক্ষামন্ত্রণালয়, যশোর শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষক

১৯৯৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এক কলেজের শিক্ষককে অন্য কলেজে বহিরাগত পরিদর্শক হিসেবে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত নির্দেশে বলা হয়েছিল, যে সকল শিক্ষক বহিরাগত পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তাদের টিএ–ডিএ বোর্ড প্রদান করবে। সেই মোতাবেক জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট এক স্মারক মোতাবেক বহিরাগত পরিদর্শক হিসেবে খলিলুর রহমান কলেজ, মোল্লারহাট, জেলা বাগেরহাট থেকে আমি এবং আমার দুই সহকর্মী শরণখোলা ডিগ্রি কলেজ, শরণখোলা, জেলা: বাগেরহাটে ১৭–৬–৯৩ থেকে ১৪–৭–৯৩ ইং পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করি এবং আমাদের প্রাপ্ত টিএ/ডিএ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অদ্যাবধি আমরা আমাদের প্রাপ্য টাকা পাইনি। একাধিকবার যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে পত্র প্রেরণ করেও কোন ফল না পেয়ে সর্বশেষে জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট বরাবরে আবেদন করি। তিনি আমাদের জানান যে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর সমীপে বিষয়টি জ্ঞাত করানো হয়েছে। কিন্তু আমরা আজও এ এতদসংক্রান্ত আমাদের পাওনা টাকা পেলাম না। শিক্ষক হিসেবে সরকারি নির্দেশে যথাযথ দায়িত্ব পালন করলাম অথচ আমরা আমাদের নিজ পকেটের টাকা ব্যয় বারেও টিএ/ডিএ কেন পেলাম না তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সুষ্ঠু সমাধান প্রত্যাশা করছি।

প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ
সহকারি অধ্যাপক
খলিলুর রহমান কলেজ
মোল্লারহাট, বাগেরহাট।